সংবাদ

তারিখ: 13 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

# খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি প্লট আকারে বিক্রি

## ● অসাধু কর্মকর্তারা জড়িত

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিঘা জমি প্লট আকারে বিক্রি করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধাবাদী ও প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার সুযোগ নিয়ে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী এ কাজ করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি শাখা বলছে, ওই জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে থাকলেও তা ব্যক্তিমালিকানার। তাই তারা নীরবতা পালন করছে। আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় বা তৎকালীন রেডিও বাংলাদেশ খুলনা অধিগ্রহণ করা ছাড়া কারও জমি জবরদখল করেনি। তাই সীমানার মধ্যে থাকা কোন জমি আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া কোনভাবে অন্যের কাছে বিক্রি করার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যায়ের প্রাথমিক স্কুল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সীমানার মধ্যের ১ দশমিক ৩২ একর জমি মোতালেব নিজের দাবি করে ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি শাখায় আবেদন করে। এরপর একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে ওই জমি মাপার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জমি মাপের সময় জেলা প্রশাসন থেকে কাউকে সেখানে রাখা হয়নি এবং সেখানে কি পরিমাণ খাস জমি রয়েছে সে সম্পর্কেও কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। এ অবস্থায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই জমি : পৃষ্ঠা : ২ ক :

## জমি : প্লট

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ নেয়। যা মোতালেবের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হলেও ২০০৭ সালে জমির মূল্য ৪০ লাখ ৫১ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয় মোতালেবের স্থলাভিষিক্ত আবু ওবায়েদ নামের এক ব্যক্তিসহ অন্যদের। বলা হয় এ সময়ের মধ্যেই নাকি জমির মালিকানা পরিবর্তন হয়। একই সঙ্গে ওই জমিতে বসবাসরত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন কর্মচারীকেও আবাসন সরিয়ে নেয়ার জন্য বলা হয় এবং তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রায় ১ লাখ ৫৯ হাজার টাকা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ জমিসহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে অধিগ্রহণ করা মোট ৪ দশমিক ৪ হাজার ৩৩৩ একর জমি জেলা প্রশাসন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, রেডিও বাংলাদেশ খুলনা থেকে যে জমি তৎকালীন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সেই সীমানার মধ্যেই রয়েছে নতুনভাবে অধিগ্রহণ করা ওই জমি। এ অবস্থায় একই জমি দু'বার অধিগ্রহণ করার মতো পরিস্থিতি ঘটতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্কুল ও তৎসংলগ্ন এলাকার জমির একটি অংশ ভরাট করা হচ্ছে। যা বিশ্ববিদ্যালয় ও রেডিও বাংলাদেশ খুলনার দেয়া সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত।

মঙ্গলবার সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় আশরাফ নামে এক মাটি ব্যবসায়ী সেখানে মাটি ভরাটের কাজ করছেন। তিনি জানান ১৫ দিন ধরে তিনি এখানে মাটি ফেলে ভরাট করছেন। এ জায়গার মালিক সার্তোয়ার মুনসুর। তিনি ইতোমধ্যেই এখানে ৩ কাঠা করে ৪-৫টি প্লট বিক্রি করেছেন। যা কাঠাপ্রতি ৩ লাখ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে থাকলেও ওই জমির প্রকৃত মালিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নয়। তাই এখন ব্যক্তিমালিকানায় এখানে প্লট তৈরি করে তা বিক্রি করা হচ্ছে। অনুসন্ধানের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ জমি রক্ষায় প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছে বটিয়াঘাটা থানা পুলিশকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জমি কীভাবে ব্যক্তিমালিকানায় ভরাট হচ্ছে- সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নানের কাছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই। তিনি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করাসহ এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার ও সম্পত্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোঃ আলী আকবর সাংবাদিকদের বলেন, ওই জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। কিন্তু সীমানার মধ্যে থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ভোগ করছে। এখন ওই জমির দাবিদার পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় তা নিয়ে আর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ ফায়েক উজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকা জমি অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের। ওই জমি নিয়ে কোনভাবে অবহেলা করার সুযোগ নেই। ওই জমি যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে তা অবশ্যই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ করা হয় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে। ফলে তাদের সমন্বয়ে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যায়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে মোতালেব কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় জমির মালিকানা দাবি করে আবেদন করা এবং পরে অন্যের কাছে বিক্রি করাসহ এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েরই দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু কর্মকর্তা জড়িত। মোটা অঙ্কের টাকার আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে তারা এ কাজে সহযোগিতা করেছে বলে সূত্রটি আরও জানায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জমি বেহাত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, ট্রেজারার ফকির আবু হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গতকাল দুপুরে নতুন ছাত্রী হলসংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম সীমানা এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা সেখানে দেখতে পান সাবেক খুলনা রেডিও সেন্টারের প্রাচীর এলাকার মধ্যে কে বা কারা মাটি ভরাট করছেন। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর সরেজমিন পরিদর্শনকালে উপ-উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদেশ থেকে না ফেরা পর্যন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পশ্চিম সীমানা এলাকা নির্ধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ের বিষয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মাটি ভরাটসহ কোনরূপ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ যাতে না হয় সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) গতকাল এ ব্যাপারে বটিয়াঘাটা থানায় একটি জিডি করেছেন। ওই সীমানা পরিদর্শনকালে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। [illegible]